ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

[বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের রপ্তানি খাতের দৃঢ়তা ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকায় দেশের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই যথাক্রমে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধিসহ রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রপ্তানি ৮.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,১২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ৬.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৬৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৭১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৯.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।]

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি এবং শ্লথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট উন্নত দেশসমূহরে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের মন্থর গতি সত্বেও বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবছরও মধ্যম পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের *World Economic Outlook*, *April*, *2016* অনুযায়ী ২০১৫ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.৮ শতাংশ যা ২০১৪ সালে ছিল ৩.৫ শতাংশ। *Outlook*-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৬ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.১ শতাংশ হতে পারে। ২০১৭ সাল নাগাদ বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে। এ সময় প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩.৮ শতাংশ। অন্যদিকে, *Outlook*, *April 2016* অনুযায়ী ২০১৫ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৩ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশে। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৪ সালে উক্ত আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই ৩.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে । বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৪ সালে ছিল ৩.৭ শতাংশ যা ২০১৫ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৫ শতাংশে এবং রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও ২০১৪ সালে ছিল ৩.১ শতাংশ যা ২০১৫ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৭ শতাংশে । একই পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৬ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.৪ শতাংশ ও ২.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি ৩.০ শতাংশে হ্রাস পাবে ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে *Outlook* এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা সত্বেও উন্নত দেশের তুলনায় বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৬.১ঃ বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৩.৫	২.৮	৩.১	৩.৮
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.৫	৪.৩	৩.৪	৪.১
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৩.৭	০.৫	৩.০	৩.৭
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.৫	৩.৪	২.৫	৩.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৩.১	১.৭	৩.৮	৩.৯

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2016, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির ক্রমান্নতির ফলে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসেও বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের ৪,০৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ০.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৪,০৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতি ১৭.৩২ শতাংশ হ্রাস পায় এবং মাধ্যমিক আয় প্রবাহ খাতে উদ্বৃত্ত ২.৬৪ শতাংশ হ্রাস পায়। অপরদিকে, সেবা খাতেও ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০.৪৫ শতাংশ হ্রাস পায়। ফলে, চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ২,১৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে ২,৭১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাড়াঁয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২,২২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য পরিস্থিতি ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা সারণি ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

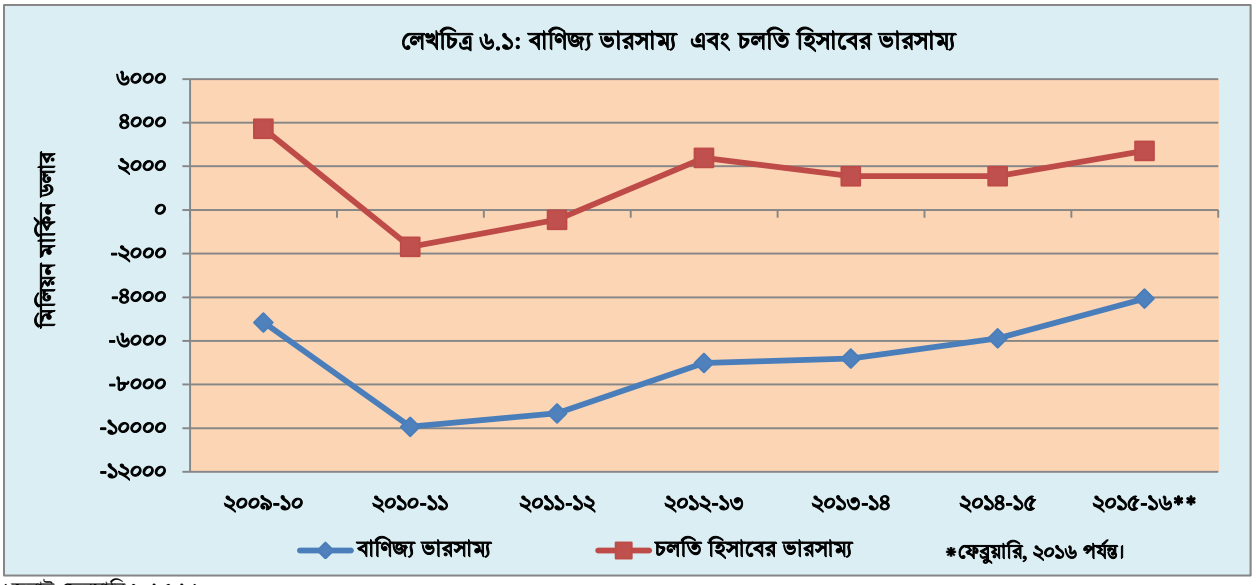

*জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৫-১৬

সারণি ৬.২ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৫১৫৫**	**-৯৯৩৫**	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৮০৬**	**-৫৮৭৯**	**-৪০৫৮**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৬৫	৩০৭৬৮	২১৫৭৬
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-২১৩৮৮	-৩২৫২৭	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-৩৬৬৪৭	২৫৬৩৪
সেবা	**-১২৩৩**	**-২৬১২**	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪১৮৯**	**-৫৪৭০**	**-১৭৩৮**
প্রাথমিক আয়	**-১৪৮৪**	**-১৪৫৪**	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৩৭০**	**-২৯৯৫**	**-১৫৫৬**
মাধ্যমিক আয়	**১১৫৯৬**	**১২৩১৫**	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯১২**	**১৫৮৯৪**	**১০০৬২**
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	*১০৯৮৭*	*১১৫১৩*	*১২৭৩৪*	*১৪৩৩৮*	*১৪১১৫*	*১৫১৭০*	*৯৬৩৫*
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**৩৭২৪**	**-১৬৮৬**	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৫৪৭**	**১৫৫০**	**২৭১০**

খাতসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**-১৩৯**	**১০৭৫**	**১৯১৮**	**৩৪৯২**	**৩৪৩২**	**৩৪১৭**	**১২০৩**
মূলধনী হিসাব	**৫১২**	**৬৪২**	**৪৮২**	**৬২৯**	**৬৪৪**	**৪৮৩**	**২৯৮**
আর্থিক হিসাব	**-৬৫১**	**৪৩৩**	**১৪৩৬**	**২৮৬৩**	**২৭৮৮**	**২৯৩৪**	**৯০৫**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(নীট)/১	৯১৩	৭৭৫	১১৯১	১৭২৬	১৫৫০	১৮৩০	১৪৫০
ভুল ভ্রান্তি	**-৭২০**	**-২৬৩**	**-৯৭৭**	**-৭৫২**	**৫০৪**	**-৫৯৪**	**-৭৬৪**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**২৮৬৫**	**-৬৫৬**	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৩১৪৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *ফেব্রুয়ারি,২০১৬ (সাময়িক) **নোটঃ** বিওপি'র বিস্তারিত সারণি পরিশিষ্ট-৫৫ তে দ্রষ্টব্য।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৮.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,১২৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্তও অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৫৪২.৩ শতাংশ), প্রকৌশল সামগ্রী (২৫.৪ শতাংশ), পাদুকা (২৪.১ শতাংশ), কাঁচাপাট (২৩.৮ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (১৩.১ শতাংশ) এবং তৈরি পোশাক (১২.৭ শতাংশ) খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, চা (৪১.৬ শতাংশ), কৃষিজাত পণ্য (২২.০ শতাংশ), প্লাস্টিক দ্রব্য (১৪.৩ শতাংশ), হিমায়িত খাদ্য (১৩.৩ শতাংশ) এবং সিরামিক দ্রব্য (১০.৮ শতাংশ) সহ অন্যান্য খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানির শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
১। প্রাথমিক পণ্য	১৩৮০	১২৬৬	৮১৫	৪.৬	৪.১	৩.৭	৫.৪	-৮.২	-১০.১
ক) হিমায়িত খাদ্য	৬৩৮	৫৬৮	৩৭২	২.১	১.৮	১.৭	১৭.৪	-১১.০	-১৩.৩
খ) চা	৪	৩	১	০.০	০.০	০.০	৮৫.৫	-১৯.১	-৪১.৬
গ) কৃষিজাত পণ্য	৪০২	৩৩৯	১৮৬	১.৩	১.১	০.৮	১৪.৬	-১৫.৭	-২২.০
ঘ) কাঁচাপাট	১২৬	১১২	৯১	০.৪	০.৪	০.৪	-৪৫.০	-১১.৪	২৩.৮
ঙ) অন্যান্য	২০৯	২৪৪	১৬৩	০.৭	০.৮	০.৭	১৪.৪	১৬.৫	০.৮
২। শিল্পজাত পণ্য	২৮৮০৯	২৯৯২২	২১৩১৮	৯৫.৪	৯৫.৯	৯৬.৪	১২.০	৩.৯	৯.৯
ক) তৈরি পোশাক	১২৪৪২	১৩০৬৫	৯৪৮৪	৪১.২	৪১.৯	৪২.৯	১২.৭	৫.০	১২.৭
খ) নীটওয়ার	১২০৫০	১২৪২৭	৮৬৪৩	৩৯.৯	৩৯.৮	৩৯.১	১৫.০	৩.১	৬.২
গ) স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	১০৯	১০৭	৭০	০.৪	০.৩	০.৩	-১২.৬	-১.৬	৮.৮
ঘ) হোম টেক্সটাইল	৭৯৩	৮০৪	৪৮৫	২.৬	২.৬	২.২	০.১	১.৫	-৬.৩
ঙ) কটন এবং কটন দ্রব্য	১১৬	১০৭	৬৯	০.৪	০.৩	০.৩	-৭.৫	-৭.৪	১.২
চ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১১৩৪	১১৩১	৭৫৩	৩.৮	৩.৬	৩.৪	১৮৩.৭	-০.৩	১.৮
ছ) পাটজাত পণ্য	৬৯৮	৭৫৭	৪৭০	২.৩	২.৪	২.১	-১২.৮	৮.৪	-৫.২
জ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	৯৩	১১২	৮২	০.৩	০.৪	০.৪	০.২	২০.২	৯.৫
ঝ) পাদুকা	১৭২	১৯০	১৪৯	০.৬	০.৬	০.৭	-৫৯.১	১০.৭	২৪.১
ঞ) প্রকৌশল সামগ্রী	৩৬৭	৪৪৭	৩৬৬	১.২	১.৪	১.৭	-০.২	২১.৯	২৫.৪
ট) পেট্রোলিয়াম উপজাত	১৬২	৭৮	২৩০	০.৫	০.২	১.০	-৪৮.৩	-৫২.০	৫৪২.৩
ঠ) প্লাস্টিক দ্রব্য	৮৬	১০১	৫৯	০.৩	০.৩	০.৩	১.৪	১৭.৯	-১৪.৩
ণ) সিরামিক দ্রব্য	৪৮	৪৩	২৬	০.২	০.১	০.১	২৬.২	-৯.৬	-১০.৮
ত) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৮	৯	৬	০.০	০.০	০.০	২১.৮	২০.০	১৩.১
থ) অন্যান্য	৫৩৩	৫৪৪	৪২৫	১.৮	১.৭	১.৯	-১৬.৫	২.০	২৫.২
মোট রপ্তানি	৩০১৮৭	৩১২০৯	২২১২৪	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১১.৭	৩.৪	৮.৯

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। *উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।*জুলাই '২০১৫-ফেব্রুয়ারি'২০১৬ পর্যন্ত।

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর জুলাই-ফেব্রুয়রি সময়ে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৪,১০০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পণ্য রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৮.৫৪ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৪.৫৩ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১১.১৪ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.২৩ শতাংশ)। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৮	১৭৬৩.৪	১০৫৩.৭	৬৭৮.৯	৩৫৯.৩	৪২৭.৯	৩২৭.২	৪০৭.০	১৩৮.৫	২৩৩০.৫	১০৫২৬.২
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০	১৯৫৫.৪	১১৭৪.০	৭৩১.৮	৪৩৫.৮	৫১৫.৭	৪৫৯.০	৪৫৭.২	১৪৭.৫	২৮৬০.৬	১২১৭৭.৯
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৬	২১৭৪.৭	১৩৭৪.০	৯৫৩.১	৪৮৮.৪	৫৭৯.২	৬৫৩.৯	৫৬৪.৪	১৭২.৬	৩৫৫৯.৯	১৪১১০.৮
২০০৮-০৯	৪০৫২.০	১৫০১.২	২২৬৯.৭	১০৩১.১	৪০৯.৮	৬১৫.৫	৯৭০.৮	৬৬৩.২	২০২.৬	৩৮৪৯.৩	১৫৫৬৫.২
২০০৯-১০	৩৯৫০.৫	২১৮৭.৪	১৫০৮.৫	১০২৫.৯	৩৯০.৫	৬২৩.৯	১০১৬.৯	৬৪৮.২	৩৩০.৬	৪৫২২.৩	১৬২০৪.৭
২০১০-১১	৫১০৭.৫	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৪	১৫৩৮.০	৬৬৬.২	৮৬৬.৪	১১০৭.১	৯৪৪.৭	৪৩৪.১	৬৭৬০.১	২২৯২৮.২
২০১১-১২	৫১০০.৯	৩৬৮৯.০	২৪৪৪.৬	১৩৮০.৪	৭৪২.০	৯৭৭.৪	৬৯১.৩	৯৯৩.৭	৬০০.৫	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৯	৭৩০.৮	১০৩৬.৬	৭১২.৫	১০৯০.০	৭৫০.৩	৯০৪৬.২	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬	৪৭২০.৫	২৯১৭.৭	১৬৭৭.৭	৯৭০.৫	১৩৩২.৪	৮৫৮.১	১০৯৯.৬	৮৬২.১	১০১৫৪.৬	৩০১৭৬.৮
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৪৭০৫.৩৬	৩২০৫.৪৫	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬*	৪১০০.৭৮	৩২১৪.৪০	২৪৬৪.৫৬	১১৫৬.০২	৬৫০.২৯	৯০৪.৬৪	৫৫৪.৫৯	৭২০.২৩	৭১১.৪৮	৭৬৪৬.৭৬	২২১২৩.৭৫
শতকরা হার	১৮.৫৪	১৪.৫৩	১১.১৪	৫.২৩	২.৯৪	৪.০৯	২.৫১	৩.২৬	৩.২২	৩৪.৫৬	১০০.০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো *জুলাই, ২০১৫- ফেব্রুয়ারি , ২০১৬ পর্যন্ত।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়কালে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪,৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৭ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৪০,৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় মাত্র ০.১ শতাংশ কম। সারণি ৬.৫-এ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামুলক পরিস্থিতি দেখানো হলো:

সারণি ৬.৫ঃ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	২৯৪০	৫৬২৬	৪১৪৯	৪০৭৫	৫৩২৭	৪৫৩৭	২৪৪৮.৭
চাল	৭৫	৮৩০	২৮৮	৩০	৩৪৭	৫০৮	৯৫
গম	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৬৯৬	১১১৮	৯৮৩	৫৮৩.৩
তৈলবীজ	১৩০	১০৩	১৭৭	২৪২	৫০৮	৪৩৪	৩৩১
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭	১১০২	৯২৯	৩১৬	২৮৯.৪
তুলা	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	২০০৫	২৪২৫	২২৯৬	১১৯৫
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৪৯৫৭	৭৫১১	৯২৬৩	৮৫২৯	৯৪৭৫	৭৯০৬	৫০২১
ভোজ্য তৈল	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	১৪০২	১৭৬১	৯২৪	৭৬৫
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	২০২১	৩১৮৬	৩৯২২	৩৬৪২	৪০৭০	২০৭৬	১২৮২
সার	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	১১৮৮	১০২৬	১৩৩৯	৯৪১
ক্লিংকার	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪	৪৮৭	৬১৯	৬৩৮	২৯৫
স্টেপল ফাইবার	১১৮	১৮০	৪২৮	৪৫৪	৪৯৩	১০৭৮	৬৮১
সূতা	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪	১৩৫৬	১৫০৬	১৮৫১	১০৫৭
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	১৫৯৫	২৩২৫	২০০৫	১৮৩৫	২৩৩২	৩৩২১	১৭০৯

দ্রব্যসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	১৪২৪৬	১৮১৯৬	২০০৯৯	১৯৬৪৫	২৩৫৯৮	২৪৯৪০	১৫১৮২
সর্বমোট (সিআইএফ)	**২৩৭৩৮**	**৩৩৬৫৮**	**৩৫৫১৬**	**৩৪০৮৪**	**৪০৭৩২**	**৪০৭০৪**	**২৪৩৬১**
শতকরা পরিবর্তন	৫.৫	৪১.৮	৫.৫	-৪.০	১৯.৫	-০.১	৬.৭

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। *জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৩.৯ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৬ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৫.৪ শতাংশ)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) দেশের আমদানি বাবদ মোট ১৯,৭১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০,৭২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো:

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩৩২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৮	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০২৭	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১২৩২	১০৪৬	৮৩৯	৭৮৮	৫৪২	৪৬৯	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৬০৩৬	৭৫৪১	২২৯০	১২৮৪	৭৫৯	৯১৯	১১৯৯	৮৩৬	২০৪২	১৭৮২৬	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬*	২৬৮৪	৪৭০৩	১০৭২	৭৭৬	৫৭২	৩৬৭	৫৫৭	৬১০	৪৭৪	৭৯০৪	১৯৭১৯
শতকরা হার	১৩.৬	২৩.৯	৫.৪	৩.৯	২.৯	১.৯	২.৮	৩.১	২.৪	৪০.১	১০০

উৎসঃ উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজার ভিত্তিক ভাসমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তনের (৩১ মে ২০০৩ হতে) পর টাকার মূল্যমানে অস্বাভাবিক কোন অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়নি যা সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশ করে। বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা (মার্কিন ডলার) ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে আমদানি ব্যয় সামান্য বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পেলেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১,০৫৩.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৪-১৫) একই সময়কালের তুলনায় ১.৮২ শতাংশ কম।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৩০ জুন শেষে বৈদেশিক মুদ্রার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৬৭ টাকা যা মার্চ, ২০১৬ শেষে প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৬৫ টাকায় দাঁড়ায়। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মার্চ ২০১৬ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই

সময়ের তুলনায় ০.০২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পায়। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো:

সারণি ৬.৭ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৫-০৬	৬৭.০৮
২০০৬-০৭	৬৯.০৩
২০০৭-০৮	৬৮.৬০
২০০৮-০৯	৬৮.৮০
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬*	৭৭.৬৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত।

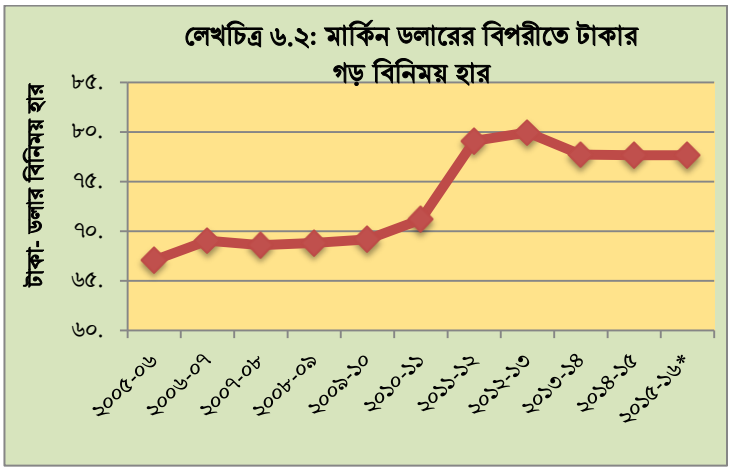

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

২০১৪-১৫ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানির তুলনায় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রথমবারের মত ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ৩০ জুন, ২০০৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো:

সারণি ৬.৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৫	২৯৩০
৩০.০৬.২০০৬	৩৪৮৪
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৩.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
২৭.০৪.২০১৬	২৯১৩১

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক।

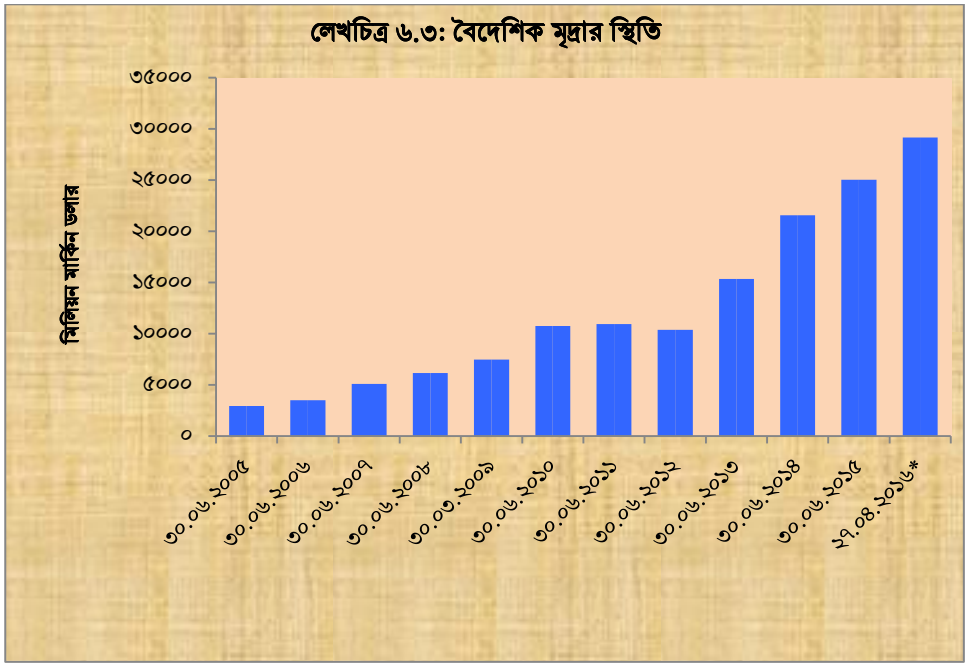

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। সারণি ৬.৯-এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০,২৫	২৫	৪

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপ্রাণী ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৫-১৬ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৪.৩৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে।

নিম্নের সারণিতে ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলো:

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিওসংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় । এ সকল বিধি-বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-

সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম এবং অব্যাহত ভাবে এ জাতীয় কার্যাদি করা হচ্ছে ।

- ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে। বিগত ০৭ বছর ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা), Enhanced Integrated Framework (EIF), Trade Facilitation Agreement সহ ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। অধিকন্তু ডব্লিউটিও সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ৩০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে ০২ দিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১৫-১৮ ডিসেম্বর সময়কালে কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের ফলাফল অবহিত করার জন্য গত ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ "Outcome of 10th WTO Ministerial Conference and LDCs' Services Waiver" শীর্ষক ০২ দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারিখাতের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।
- ডব্লিউটিও'র সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক ০৭ টি ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে। বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ডব্লিউটিও সেল প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে। তাই ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর নিয়মিত সভার আয়োজন ও বিষয় ভিত্তিক বাংলাদেশের অবস্থান পত্র প্রস্তুত করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম এবং অব্যাহতভাবে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে ।
- গত ২০০৯ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র ৭ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে এবং উন্নত বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার, এবং সার্ভিস খাতে ''মোড-৪'' এর আওতায় বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রচেষ্টা চালায়।
- বাংলাদেশ ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচিতে যোগদান করে। এর আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করা হয় । এ স্ট্যাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে Aid for Trade এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। অধিকন্তু EIF এর Tier-এর আওতায় "Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion" নামে ০ .৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় " Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying opportunities and challenges", এবং "Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets" শিরোনামে দু'টি স্টাডি পরিচালনা করা হবে। এছাড়া, উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং বিভিন্ন ট্রেড এগ্রিমেন্ট ও ডকুমেন্টের সমন্বয়ে একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বিদ্যমান অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) প্রতিবন্ধকতা দূর করে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।
- মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপনপূর্বক TRIPS Need Assessments প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড, ইইউ (EU), ইউএসএ বাংলাদেশকে TRIPS সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। এ বিষয়ে সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ গত ১৫ মার্চ, ২০১১ তারিখ TRIPS article 31 (f) & (h) সংশোধনসহ অনুসমর্থন (Ratify) করে।

- ২০১১ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর সময়কালে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র ৮ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য ২০১১ সালে বাংলাদেশে এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যেমন-

  ক) উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের সেবা খাতের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি 'ওয়েভার সিদ্ধান্ত' গৃহীত হয় (এমএফএন ওয়েভার);

  খ) স্বল্পোন্নত দেশের আবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ট্রিপস চুক্তির অব্যাহতির মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ সময়ের পরেও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা হবে; এবং

  গ) ডব্লিউটিও তে স্বল্পোন্নত দেশের সদস্যভূক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়।

- তুরস্ক তৈরি পোশাকের উপর সেফগার্ড ডিউটি আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ডব্লিউটিও সেল বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাণিজ্য সচিব এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্ক সফর করে এ সংক্রান্ত শুনানিতে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের রপ্তানির সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরে। ফলে তুরস্ক সরকার সেফগার্ড ডিউটি আরোপ থেকে বিরত থাকে।

- ২০১২ সালে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিটি ডব্লিউটিও সদস্যের টিপিআর অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৬ বছর পর পর টিপিআর অনুষ্ঠিত হয়। টিপিআর একটি বিশাল কর্মকান্ড যা প্রায় এক বছর যাবত পরিচালনা করা হয় । এতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান, নীতি, প্রবিধি, আদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ডব্লিউটিও সচিবালয় একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে, পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও একটি রির্পোট প্রণয়ন করে। এই দু'টি রিপোর্ট নিয়ে ২০১২ সালের ১৫-১৭ অক্টোবর সময়কালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ডব্লিউটিও'র সচিবালয়ে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল উল্লেখিত 'টিপিআর' সভায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, কোন সদস্য দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ডব্লিউটিও'র নিয়ম-নীতির সাথে কোন প্রকার অসঙ্গতি রয়েছে কিনা, তা 'টিপিআর' এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ডব্লিউটিও'র বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বচ্ছতা অনুশীলনের লক্ষ্যেই এ রিভিউ পরিচালনা করা হয়।

- ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র নবম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বালি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ০৪টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে শুল্ক- মুক্ত ও কোটা- মুক্ত বাজার সুবিধা, রুলস অব অরিজিন, এবং সার্ভিসেস ওয়েভার ইস্যূতে বাংলাদেশের সরাসরি স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এ ৩টি বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

  ১. শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত সুবিধা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মতে ২০০৫ সালে গৃহীত হংকং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল উন্নত দেশ এখনও কমপক্ষে ৯৭ শতাংশ পণ্যে শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রদান করেনি তারা পরর্বতী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের পূর্বে তাদের বিদ্যমান শুল্ক- মুক্ত সুবিধা সংক্রান্ত স্কীমের পরিধি বৃদ্ধি করে বা Improve করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অধিকতর বাজার সুবিধা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল উন্নত দেশই প্রায় সকল পণ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান করছে। বালি সিদ্ধান্তমতে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত তাদের বিদ্যমান শুল্ক-মুক্ত সুবিধা স্কীম এর পরিধি বৃদ্ধি করেনি । তবে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত সুবিধা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

  ২. রুলস অব অরিজিন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে শুল্ক-মুক্ত স্কীমের জন্য সহজ ও স্বচ্ছ রুলস অব অরিজিন প্রবর্তন করার জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন সম্পর্কে মাল্টিলেটারেল লেভেলে একটি গাইড লাইন প্রবর্তিত হয়।

  ৩. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিসেস ওয়েভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সার্ভিসেস কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়ে। অধিকন্তু, সকল দেশকে ওয়েভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রেফারেনশিয়াল মার্কেট একসেস প্রদানের জন্যও আহবান জানানো হয়।

- বালি সম্মেলনে ট্রেড ফেসিলিটেশন সম্পর্কে একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়। এতে ব্যবসা- বাণিজ্যের খরচ ও সময় হ্রাস পাবে। বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সহজতর হবে এবং ব্যবসা আরও 'কম্পিটিটিভ' হবে। এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য যেমন সহজতর হবে, তেমনি বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ট্রেড ফেসিলিটেশন সিস্টেম উন্নত করা হলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য লাভবান হবে। এগ্রিমেন্টটিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। চুক্তিটি বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য যথেষ্ট ফ্ল্যাক্সিবিলিটি এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে UNCTAD এর সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেবা খাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় খাতের বর্তমান নীতিমালা রিভিউ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। রিভিউর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নতুন করে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রনয়ণের কার্যক্রম চলমান আছে ।
- বাংলাদেশ চতুর্থ বারের মত গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এলডিসি গ্রুপ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। LDC Coordinatorship-এর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি গ্রুপ এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি, রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সার্ভিস ওয়েভারে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- ২০১৫ সালের ১৫-১৮ ডিসেম্বর সময়কালে কেনিয়ার নাইরোবিতে ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উক্তকনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে। এ সময়ে বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর থাকায় সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এলডিসি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। মিনিস্টিরিয়ালে স্বল্পোন্নত দেশসহ বড় দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সর্বসম্মতভাবে স্বল্পোন্নত দেশের অনুকূল একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে সক্ষম হয় ।
- ঘোষণাপত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য কার্যকর বাজার সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়। তাছাড়া, TPP এর মত বৃহৎ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ যাতে ডব্লিউটিও'র মূলনীতি ও দর্শনের ব্যত্যয় না ঘটায় এবং অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি হচ্ছে Rules of Origin এ Outsourcing সংক্রান্ত এবং অপরটি হচ্ছে সেবাখাতের বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে Preferential Market Access প্রদান সংক্রান্ত। এছাড়া, বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব হয়।
- Preferential Market Access, বিশেষ করে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে Rules of Origin অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Rules of Origin এর শর্তাদি কঠিন হলে অনেক ভাল স্কীম থেকেও কোন সুবিধা ভোগ করা যায় না। এ কারণে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সব সময় সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin এর জন্য নেগোসিয়েশন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় নাইরোবিতে সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে ৭৫ শতাংশ কাঁচামাল Outsourcing করে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক প্রদত্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, গার্মেন্টস, কেমিক্যালস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে Single stage transformation এর সুবিধা পাওয়া যাবে।
- সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এ সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেবাখাতের বাণিজ্যে, বিশেষ করে মানব-সম্পদ নির্ভর সেবাখাতের বাণিজ্যে, বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। নাইরোবিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে সেবাখাতের Mode-4 এর আওতায় জনশক্তি রপ্তানিসহ জনশক্তি-নির্ভর সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশের সুবিধা হবে।

- ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব প্রদান থেকে অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি কোটি কোটি জনগণের, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের জন্য কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- সম্মেলনের কার্যক্রমের পাশাপাশি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ বেশ কিছু Sideline Events, যেমন, China Round Table, EIF Phase-II Pledging Conference, Liberia এবং Afghanistan এর Accession session-এ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া, তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সাথে এবং USTR সহ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সভায় মিলিত হন। এ সকল সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়াও Coordinator হিসেবে এলডিসি ইস্যুসমূহ তুলে ধরেন।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

- **দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)ঃ** সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমুহের সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ অব্যাহত আছে। সর্বশেষ সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১০২২ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ১০৩১। সাফটার আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিষ্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডাদের সাথে আলোচনা চলছে । সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। এতৎসংক্রান্ত কমিটি অব এক্সপার্ট এসব বাধা ক্রমশঃ হ্রাস/দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

- **সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) :** ২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের ১০ টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে । এছাড়া টেলিকম ও ট্যুরিজম শীর্ষক ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস্ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৬ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাটিস-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

- **এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)ঃ** এসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ, যথাঃ- বাংলাদেশ, ভারত, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এসকাপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণই এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসর্মথন করেনি। ২০০১ সালে চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীন যোগদান করার পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) নামকরণ করা হয়। এই সব ট্রেড নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। নভেম্বর ২০০৫ এ অনুষ্ঠিত আপটার প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তিরূপে স্বাক্ষরিত হয়। ২৬ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ভারতের গোয়াতে দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্বান্তক্রমে আপটা সদস্য দেশসমূহের ৪র্থ দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয়। এ নেগোসিয়েশন শুল্ক সুবিধা গভীরতর ও বিস্তৃততর করার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ও অর্ন্তভুক্ত

করা হয়, যারমধ্যে অশুল্ক বাধা, বাণিজ্য সহজীকরণ, সেবা খাত এবং বিনিয়োগ অন্যতম। ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় মিনিস্টেরিয়্যাল কাউন্সিলের সভায় Framework Agreement on Trade Facilitation এবং Framework Agreement on Investment স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া, সেবা খাতের উপর চুক্তিটি চুড়ান্ত হয়েছে এবং এটি সদস্য দেশসমূহের স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। গত ২২-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ আপটা-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪৮তম সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এপ্রিল, ২০১৬ সময়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির পরবর্তী সভা ও মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে আপটা এর ৪র্থ দফা নেগোশিয়েশন সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ৫ম রাউন্ডে পণ্য খাতের পাশাপাশি সেবা খাত, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে নেগোশিয়েশন হওয়ার কথা রয়েছে।

- **টিপিএস-ওআইসিঃ** ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে রুলস অব অরিজিনের (৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ থেকে PRETAS কার্যকর হওয়ার শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রথম তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড লাভ করেছে বিধায় উল্লিখিত তারিখ হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করার বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলাদেশকে ১লা জানুয়ারি, ২০১৪ সাল হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করতে হবে এবং তা ছয় বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

- **ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)ঃ** বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে ২০০৬ সালে গঠিত ডি-৮ গ্রুপের আওতায় প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড চালুর লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৫ আগস্ট, ২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। তবে বাংলাদেশ রুলস অব অরিজিনে মূল্যসংযোজন শর্ত ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী ১লা জুলাই, ২০১৬ হতে ডি-৮ আওতাভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে মিশর ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশ শুল্ক সুবিধা বিনিময় কার্যকর হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

- **দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসকেটক)ঃ** বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভূটান ও নেপাল এর সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ (ফ্রি ট্রেড এরিয়া) গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য,(২) সেবা খাতের বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে যে ১৪টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলঃ(1)Trade and Environment,(2)Technology, (3)Energy, (4) Transport and Communication, (5)Tourism, (6) Fishery, (7) Agriculture (8) Cultural Operation (9) Environment and Diseaster Management, (10) Public Health, (11) People to People Contact, (12) Poverty Alleviation(13) Counter Terrosrism and Transnational Crimeand (14) Climate Change.এই চুক্তির অধীনে (1) Agreement on Trade in Goods, (2) Agreement of Trade in Services, (3) Agreement on Trade in Investment, (4) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (5) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area, (6) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চুড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০তম টিএনসি (Trade Negotiation Committee) সভা ৭-৯ সেপ্টেম্বর,২০১৫ তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। টিএনসি'র এ সভায় কাস্টমস বিষয়ে প্রটোকল এর খসড়া প্রণয়ন করার জন্য ভারতকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং বিষয় পরবর্তী টিএনসি'র সভায় উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া

হয়। সেবাখাত ও বিনিয়োগ এর উপর নেগোসিয়েশন অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, এ সভায় ১ জুলাই, ২০১৬ হতে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- **ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)ঃ** বাংলাদেশের সাথে বর্তমানে কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ নেই।বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস্ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে তুরস্কের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)করার লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে।এ ছাড়াও মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি ও মেসিডোনিয়ার সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA)/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের সাথে কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস্ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তুরস্কের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়াও মালয়েশিয়া, চীন, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিশাস ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম (টিফফা)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এ গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ‘ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। টিকফা ফোরামের দ্বিতীয় সভা গত ২৩-২৪ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপাক্ষিক সভায় ‘‘GSP Action Plan” পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব এ্যাকশন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety Equipment, Public Tender Specifications, Double Fumigation-cotton, Diabetes Drugs, Currency Issues, Delayed Payment, Intellectual Property Rights (IPR), Regional Economic Development, TICFA Labour Affairs Committee TICFA Women’s এবং Economic Empowerment Committee গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করে। এতে করে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।